এসএসসি ও সমমান পরীক্ষা

প্রথম দিন অনুপস্থিত সাড়ে ৩১ হাজার বহিষ্কার ২০

নিজস্ব প্রতিবেদক

এসএসসি পরীক্ষা: এসএসসি পরীক্ষা শুরু হয়েছে গতকাল। পরীক্ষাকেন্দ্রের বাইরে অভিভাবকদের ভিড়। রাজধানীর মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রের সামনে থেকে তোলা। ছবি : মঞ্জুরুল করিম

সারা দেশে গতকাল রবিবার একযোগে শুরু হয়েছে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা। করোনা মহামারি শুরুর পর এই প্রথম পূর্ণ নম্বর ও পূর্ণ সময়ে পরীক্ষা হলো। পরীক্ষা শেষে শিক্ষার্থীরা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে। করোনায় প্রায় এক বছর শ্রেণিকক্ষে পাঠদান ব্যাহত হওয়ায় সিলেবাস সংক্ষিপ্ত করা হয়েছিল।

প্রথম দিনে সাধারণ, কারিগরি ও মাদরাসা মিলিয়ে মোট ১১টি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে পরীক্ষা দেওয়ার কথা ছিল ১৮ লাখ ৯৩ হাজার ৫১৬ জনের। তবে ৩১ হাজার ৪৪৭ জন পরীক্ষার্থী

অনুপস্থিত ছিল। পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে এদিন ২০ পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

গতকাল সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের অধীনে বাংলা প্রথম পত্র, মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে দাখিলের কুরআন মাজিদ ও তাজবিদ এবং কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে বাংলা দ্বিতীয় পত্র পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।

কেন্দ্রের বাইরে অভিভাবকদের ভিড়

শিক্ষার্থীদের জন্য প্রথম পাবলিক পরীক্ষা হিসেবে অভিভাবকদের উচ্ছ্বাসও ছিল একটু বেশি। এ কারণে প্রতিবারের মতো এবারও পরীক্ষাকেন্দ্রগুলোর বাইরে ছিল অভিভাবকদের উপচে পড়া ভিড়। সন্তানদের কেন্দ্রে পাঠিয়ে পরীক্ষার তিন ঘণ্টা বাইরে অপেক্ষা করেছেন বেশির ভাগ অভিভাবক। বাড্ডা হাই স্কুলের সামনে অপেক্ষমাণ অভিভাবক তাহমিনা খানম কালের কণ্ঠকে বলেন, ‘আমার মেয়ে প্রথমবারের মতো পাবলিক পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে। রাস্তায় যেন কোনো সমস্যা না হয়, তাই সঙ্গে এসেছি।’

মিরপুর ১২ নম্বরের এমডিসি মডেল ইনস্টিটিউট কেন্দ্রের বাইরে অবস্থান করা অভিভাবক জালাল আহমেদ বলেন, ‘বাচ্চারা পরীক্ষা দিতে এলে অনেক সময় বিচলিত হয়ে পড়ে। অভিভাবকরা সঙ্গে থাকলে তাদের মানসিক শক্তি বাড়ে।’

প্রশ্নপত্র নিয়ে শিক্ষার্থীদের অভিমত

পরীক্ষা শেষে শিক্ষার্থীদের বেশ উত্‌ফুল্ল দেখা যায়। পরীক্ষা দিয়ে সহপাঠী ও অভিভাবকদের কাছে সন্তোষ প্রকাশ করছিল পরীক্ষার্থীরা। রাজধানী আইডিয়াল কলেজের শিক্ষার্থী সুকন্যা রহমান কালের কণ্ঠকে জানায়, করোনার কারণে এক বছর শ্রেণিকক্ষে পাঠদান হয়নি। এ কারণে কিছুটা সমস্যায় পড়তে হয়েছে। গুলশান মডেল হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থী রিফাত হোসেন জানায়, প্রশ্নপত্র কিছুটা কঠিন হয়েছে। তবে প্রস্তুতি ভালো ছিল, পরীক্ষাও ভালো হয়েছে। সিরাজ মিয়া মেমোরিয়াল মডেল স্কুলের শিক্ষার্থী সাফায়াত হোসেন জানায়, প্রশ্নপত্র অনেক সহজ হয়েছে। শ্রেণিকক্ষে পাঠদান কম হলেও নিজ চেষ্টা ও বাড়তি পড়াশোনার কারণে সমস্যা হয়নি।

এ বছর প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এর মধ্যে নির্দেশনায় বলা হয়েছে, শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা শুরুর ৩০ মিনিট আগে কেন্দ্রে প্রবেশ করতে হবে। এ সময় থেকে দেরি হলে উপযুক্ত কারণসহ শিক্ষার্থীদের তথ্যাবলি রেজিস্টার খাতায় লিপিবদ্ধ করতে হবে। পরবর্তী সময়ে তা সংশ্লিষ্ট বোর্ডে পাঠানো হবে। গতকাল শিক্ষামন্ত্রীর পরিদর্শনকালে বাড্ডা হাই স্কুলে এই নির্দেশনা মানা হয়নি।

রেজিস্টার ব্যবহার না করার বিষয়ে জানতে চাইলে শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি বলেন, ‘এ বিষয়ে (শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রধানকে) জিজ্ঞেস করা হবে। প্রথম দিনে ভুল হতে পারে। পরে তারা নিবন্ধন করে নেবেন। প্রথমে দেখলাম অনেক বাচ্চা ভুল করে মেয়েদের কেন্দ্রে চলে গেছে। পরে তারা এসেছে।’

৯টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ড

৯টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের অধীনে প্রথম দিন মোট পরীক্ষার্থী সংখ্যা ছিল ১৫ লাখ আট হাজার ৮১৯ জন। এর মধ্যে অনুপস্থিত ছিল ১৭ হাজার ১৯২ জন বা ১.১৪ শতাংশ পরীক্ষার্থী।

অনুপস্থিতি সবচেয়ে কম ছিল ময়মনসিংহ বোর্ডে। এ বোর্ডের অধীনে এক লাখ ১৩ হাজার ৩০০ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে অনুপস্থিত ছিল ৯৭৮ জন বা ০.৮৬ শতাংশ পরীক্ষার্থী। আর সবচেয়ে বেশি বা এক লাখ ৭৬ হাজার ৯৮৯ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে দুই হাজার ৬১৮ জন (১.৪৮ শতাংশ) অনুপস্থিত ছিল কুমিল্লা বোর্ডে।

কারিগরি শিক্ষা বোর্ড : এই বোর্ডের অধীনে মোট এক লাখ ১৯ হাজার ৫৯৫ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে অনুপস্থিত দুই হাজার ৮৭২ জন। অনুপস্থিতির হার ২.৪০ শতাংশ।

মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড : এই বোর্ডের অধীনে দুই লাখ ৬৫ হাজার ১০২ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে অনুপস্থিত ১১ হাজার ৩৮৩ জন। অনুপস্থিতির হার ৪.২৯ শতাংশ।

কেন্দ্র পরিদর্শন শেষে শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি বলেন, ‘বকেয়া বেতন আদায়ে কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রবেশপত্র আটকে দেওয়াকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে। এমন তথ্য থাকলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বেতনের জন্য

শিক্ষার্থীদের জিম্মি করা যাবে না, আগে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে আমরা এমন অভিযোগ শুনেছি, এর আগেও এমন অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা ব্যবস্থা নিয়েছি। কেন্দ্র ও প্রবেশপত্রের বিষয়ে বিদ্যালয়ের পাশাপাশি শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদেরও সচেতন হতে হবে। অন্তত এক সপ্তাহ আগে বোর্ড থেকে বা অন্য মাধ্যমে এসব বিষয় নিশ্চিত হতে হবে। সবাই সচেতন হলে এ ধরনের সমস্যা থাকবে না। নিশ্চয় প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব আছে, গাফিলতি থাকলে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণির পাঠ্য বই সংশোধনের বিষয়ে দীপু মনি বলেন, 'এতে খুব বেশি দেরি হয়েছে বলে আমার মনে হয় না। কারণ বইজুড়ে সংশোধন আসেনি, বিশেষ বিশেষ স্থানে এই সংশোধন করা হয়েছে। এগুলো পরে পড়াতে বলা হয়েছে। এ বছর পড়ানোর পদ্ধতিও ছিল ভিন্ন, ফলে সমস্যা হবে না।'

কেন্দ্রে ঢুকতে না পেরে পরীক্ষার্থীর আত্মহত্যার চেষ্টা

কিশোরগঞ্জের ভৈরবে ৪০ মিনিট দেরিতে আসায় দুই পরীক্ষার্থীকে কেন্দ্রে ঢুকতে দেননি হল সুপার। পরে দুই পরীক্ষার্থী বাসের নিচে পড়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। স্থানীয় লোকজন দ্রুত সরিয়ে নিলে তারা প্রাণে রক্ষা পায়।

জানা যায়, গতকাল সারা দেশে রুটিন অনুযায়ী সকাল ১০টায় পরীক্ষা ছিল। কিন্তু ভৈরবের ওই দুই পরীক্ষার্থী ভুলবশত পরীক্ষা দুপুর ২টায় ভেবেছিল। কিন্তু সকাল ১০টায় পরীক্ষা শুরুর পরই

বিষয়টি তারা জানতে পারে। তাড়াহুড়া করে পরীক্ষার হলে যেতে তাদের ৪০ মিনিট দেরি হয়ে যায়। এ কারণে তাদের কেন্দ্রে ঢুকতে দেননি সরকারি কেবি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও কেন্দ্র সুপার মো. নুরুল ইসলাম। পরে তারা পরীক্ষা দেওয়ার জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসারের (ইউএনও) কার্যালয়ে ছুটে যায়। সেখানে ইউএনওকে না পেয়ে তারা উপজেলা পরিষদের সামনে ভৈরব-কিশোরগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়কে বাসের নিচে পড়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে।

নুরুল ইসলাম জানান, ‘নিয়মের বাইরে কেন্দ্রে উপস্থিত হলে পরীক্ষা দেওয়ার কোনো সুযোগ আমরা দিতে পারি না।’

ইউএনও সাদিকুর রহমান বলেন, ‘বিষয়টি আমি অবগত হয়ে ঢাকা বোর্ডের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানাই। কিন্তু কর্তৃপক্ষ অনুমতি না দেওয়ায় অসময়ে তাদের পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাদের অভিভাবকদের বলেছি, বাকি পরীক্ষাগুলো দিতে। এক বিষয় পরীক্ষা আগামী বছর দিতে পারবে।’